নিশ্চয় চন্দ্র ও সুর্য্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু’টি নিদর্শন। এ দুটি দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদের সতর্ক করেন। কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে। আর দো‘আ করতে থাকবে যতক্ষণ না দূর হয়ে যায়।

আবূ মাস‘ঊদ উকবা ইবন আমর আল-আনসারী আল-বাদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ হিসেবে বর্ণিত: “নিশ্চয় চন্দ্র ও সুর্য্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু’টি নিদর্শন। এ
দুটি দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদের সতর্ক করেন। কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে। আর দো‘আ করতে থাকবে যতক্ষণ না দূর হয়ে যায়”।
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন যে, সূর্য্য ও চন্দ্র আল্লাহর নির্দশনসমূহের দুটি নির্দশন যা তার কুদরত ও হিকমতের ওপর সু-স্পষ্ট প্রমাণ। এ দুটির স্বাভাবিক প্রদ্ধতির পরিবর্তন কোন মহা মানবের হায়াত বা মৃত্যুর কারণে হয় না, যেমনটি জাহিলিয়্যাতের যুগের মানুষরা ধারণা করত। সুতরাং যমীনে সংঘটিত কোন ঘটনা তাদের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলে না। তবে এটি হয়ে থাকে বান্দার গুনাহের কারণে তাদের ভয় দেখানো ও শাস্তি হিসেবে যাতে তারা তাওবা করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তাই তিনি তাদের নির্দেশনা দেন যে, তারা যেন সালাত ও দোয়ায় লিপ্ত হয়। যাতে তাদের থেকে তা দূর হয় এবং পরিস্কার হয়। আর এ ধরনের ঘটনার মধ্যে আল্লাহর রয়েছে রহস্য ও পরিকল্পনা।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/3101